সূচিপত্র

অধ্যায়		পৃষ্ঠা
অধ্যায়-০১	সংবিধান সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য	০১-০৬
অধ্যায়-০২	বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য	০৭-১৫
অধ্যায়-০৩	বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা, ভাগ ও অনুচ্ছেদসমূহ	১৬-৬৮
অধ্যায়-০৪	বাংলাদেশের সংবিধানের তফসিলসমূহ	৬৯-৭৫
অধ্যায়-০৫	বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনী	৭৬-৮৫
অধ্যায়-০৬	সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহ	৮৬-৯২
অধ্যায়-০৭	বিশ্বের কয়েকটি রাষ্ট্রের সংবিধান: সংক্ষিপ্ত আলোচনা	৯৩-৯৭
সংবিধান সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর		৯৮-১০২

অধ্যায়-০১

সংবিধান সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য

মানবকল্যাণের স্বপ্ন বুনে গড়ে ওঠা আধুনিক রাষ্ট্র আয়তনে বিশাল আর এর পরিচালনাও অত্যন্ত জটিল। রাষ্ট্রের কর্ম পদ্ধতি নানা নিয়মকানুনের জালে আবদ্ধ। সরকার রাষ্ট্রের কণ্ঠস্বর; শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ নিয়ে তার ত্রিমূর্তি গঠিত। এ বিভাগগুলোর মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন, সরকারি কাজের পরিচালনা, রাষ্ট্রাধীন ব্যক্তিদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া-এ সবকিছুই লিপিবদ্ধ হয় সংবিধান নামক মহাগ্রন্থে। এই সংবিধানই রাষ্ট্রযন্ত্রের মূল চালিকাশক্তি; এটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন, মানবকল্যাণের প্রতীক এবং স্বাধীনতার সুরক্ষা কবচ।

সংবিধানের সংজ্ঞা

মানুষের জীবনযাত্রাকে সুষ্ঠু, স্বাধীন এবং সুশৃঙ্খল করার জন্য কিছু নিয়মনীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয়; এই নিয়মনীতিগুলোকে আইন বলা হয়। **অধ্যাপক হল্যান্ডের মতে আইনের উৎস ৬টি। এই উৎসগুলো হলো– প্রথা, ধর্ম, বিচারকের রায়, ন্যায়বিচার, বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা ও আইনসভা।** এছাড়া বিভিন্ন লেখকের রচনায় জনমত, আইনবিদদের গ্রন্থ, প্রশাসনিক ঘোষণা ইত্যাদিও আইনের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

পৃথিবীর প্রথম জ্ঞাত লিখিত আইন পাওয়া গেছে সুমেরীয় সভ্যতায়, যা উর-নাম্মুর আইন (The Code of Ur-Nammu) নামে পরিচিত। এটি আনুমানিক ২১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে লিখিত। পরবর্তীতে ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় প্রণীত হাম্মুরাবির আইন (The Code of Hammurabi, আনুমানিক ১৭৫৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) সবচেয়ে সুসংরক্ষিত ও বিস্তৃত প্রাচীন লিখিত আইন হিসেবে বিবেচিত হয়। পরবর্তী সময়ে আধুনিক আইন প্রণয়নে রোমান সভ্যতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। রোমান আইনের ভিত্তি ছিলো 'বারো বিধি' (The Twelve Tables; লাতিন: Lex Duodecim Tabularum) যা খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ অব্দে প্রচলিত হয়।

সংবিধান একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন যা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অপরিহার্য বিভিন্ন লিখিত-অলিখিত আইন ও নিয়ম কানুনের সমষ্টি। সংবিধানের মাধ্যমেই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। এটিকে রাষ্ট্রের দর্পণ বা আয়না হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একটি রাষ্ট্রের প্রকৃতি কীরূপ হবে তা ঐ রাষ্ট্রের সংবিধানের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।

সংবিধান শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Constitution যা ল্যাটিন শব্দ 'constituere' থেকে এসেছে; এটি establish, appoint ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের সকল আইন ও বিধিবিধানের উৎস এবং সর্বোচ্চ মৌলিক দলিল। সংবিধান না থাকলে একটি রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতো। সুতরাং এটি একটি রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক আইন যা মূলত অপরিবর্তনীয় হিসাবে বিবেচিত হয়; তবে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে সংবিধানে সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তন আনা যেতে পারে।

নিম্নে সংবিধানের কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো–

- রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটল বলেন, "সংবিধান হলো রাষ্ট্র কর্তৃক পছন্দকৃত জীবন বিধান"।
- রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সি. এইচ. স্ট্রং বলেন, "সংবিধান হলো সেই সব নিয়ম কানুনের সমষ্টি যা দ্বারা সরকারের ক্ষমতা, শাসিতের অধিকার এবং শাসক ও শাসিতের মাঝে সম্পর্ক নির্ধারিত হয়।"
- টমাস পেইন তাঁর *Rights of Man* গ্রন্থে বলেছেন, "সংবিধান ছাড়া সরকার হলো অধিকারবিহীন ক্ষমতা।"
- লর্ড ব্রাইস বলেন, "শাসনতন্ত্র হলো এমন কতগুলো আইন বা প্রথার সমষ্টি যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালিত হয়।"
- কে. সি. হোয়ার বলেন, "কোন দেশের শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী সমস্ত লিখিত ও অলিখিত নিয়ম-কানুনকে বোঝাবার জন্য সংবিধান শব্দটি ব্যবহৃত হয়।"

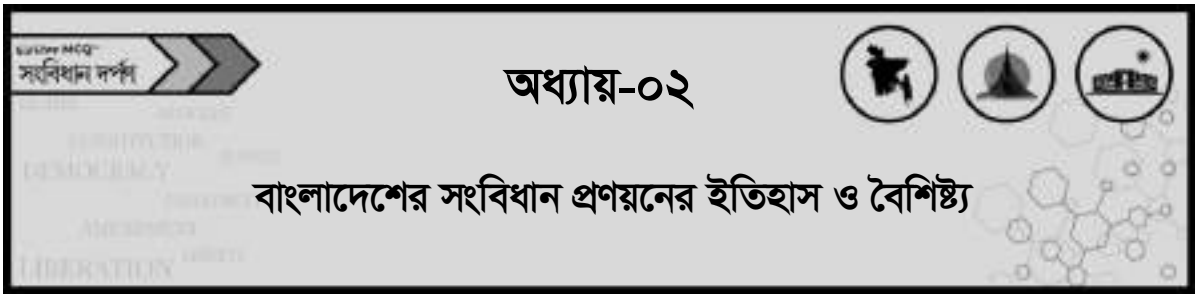

অধ্যায়-০২

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের সংবিধান বাংলাদেশের মৌলিক ও সর্বোচ্চ আইন। দেশের যেকোনো আইন এই সংবিধানের সাথে যতটুকু অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে ততটুকু বাতিল হবে। এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগে অন্তর্গত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি যেকোনো আইনও বাতিল হবে। কোন আইন বাতিল হবে কি বহাল থাকবে-এ জাতীয় প্রশ্ন উঠলে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট তা নির্ধারণ করার অধিকারী, নির্বাহী বিভাগ নয়। অর্থাৎ **সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যাকারক বা অভিভাবক।**

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মহান মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় লাভের পর রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। স্বাধীনতা পরবর্তী নতুন সরকারের নেতৃত্বে নয় মাসে সদিচ্ছা, আন্তরিকতা ও বাংলদেশের জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতির প্রতি সৎ থেকে সংক্ষিপ্ততম সময়ে একটি আদর্শ সংবিধান প্রণীত হয়।

সংবিধান তৈরির জন্য ১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিল ড. কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি (Draft Constitution Committee) গঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ১৭ এপ্রিল এ খসড়া কমিটির প্রথম অধিবেশন বসে। এই সংবিধান প্রণয়ন কমিটি অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানের খসড়া তৈরি করে এবং ১৯৭২ সালের ১০ জুন অনুষ্ঠিত সভায় সংবিধানের প্রাথমিক খসড়া অনুমোদন করে। খসড়া সংবিধান নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা শেষে ১১ অক্টোবর কমিটির শেষ সভায় সংবিধানের পূর্ণাঙ্গ খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। কমিটির অনুমোদনের পর ১২ অক্টোবর ১৯৭২ সালে খসড়া সংবিধানটি গণপরিষদে উত্থাপন করেন ড. কামাল হোসেন।

১৯ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত গণপরিষদে সংবিধানের খসড়া পাঠ করা হয়। গণপরিষদে সদস্যগণ এর পক্ষে বিপক্ষে মত দেন। অবশেষে পরিমার্জিত হয়ে উক্ত সংবিধান ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ থেকে কার্যকর হয়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ দ্রুততম সময়ে একটি আদর্শ সংবিধান প্রণয়ন করতে সফল হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ১টি প্রস্তাবনা, ১১টি ভাগ, ১৫৩টি অনুচ্ছেদ ও ৭টি তফসিল রয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ধাপসমূহ

বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদ সদস্যদের আলোচনার মাধ্যমে মাত্র ৯ মাস সময়ে প্রণীত হয়েছিল।

নিম্নে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

১. **বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রঃ**

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার প্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (The Proclamation of Independence) জারি করা হয়। এটি ছিল **বাংলাদেশের প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান**। এই সংবিধানের ভিত্তিতেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয় এবং মুজিবনগর সরকারের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

২. **অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারিঃ**

১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অস্থায়ী সংবিধান আদেশ (Provisional Constitution Order of Bangladesh) জারি করেন। এ আদেশ অনুযায়ী সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠন, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন ইত্যাদি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই আদেশে গণপরিষদকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়া হয়নি; এ ক্ষমতা নির্বাহী বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল। **অস্থায়ী সংবিধান আদেশ বাংলাদেশের দ্বিতীয় অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান।**

অধ্যায়-০৩

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা, ভাগ ও অনুচ্ছেদসমূহ

বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম
(দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহের নামে)/পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে।

প্রস্তাবনা

আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি;

আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল– জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে;

আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা– যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে;

আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্খার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য;

এতদ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে, অদ্য তের শত ঊনআশী বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের আঠারো তারিখ, মোতাবেক ঊনিশ শত বাহাত্তর খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের চার তারিখে, আমরা এই সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম।

প্রথম ভাগ : প্রজাতন্ত্র

অনুচ্ছেদ ১: প্রজাতন্ত্র

বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে।

অনুচ্ছেদ ২: প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা

প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত হইবে

(ক) ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা-ঘোষণার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল এলাকা লইয়া পূর্ব পাকিস্তান গঠিত ছিল এবং সংবিধান (তৃতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৪-এ অন্তর্ভুক্ত এলাকা বলিয়া উল্লিখিত এলাকা, কিন্তু উক্ত আইনে বহির্ভূত এলাকা বলিয়া উল্লিখিত এলাকা তদ্‌বহির্ভূত; এবং

(খ) যে সকল এলাকা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত হইতে পারে।

অনুচ্ছেদ ২ক: রাষ্ট্রধর্ম

প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন।

অনুচ্ছেদ ৩: রাষ্ট্রভাষা

প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।

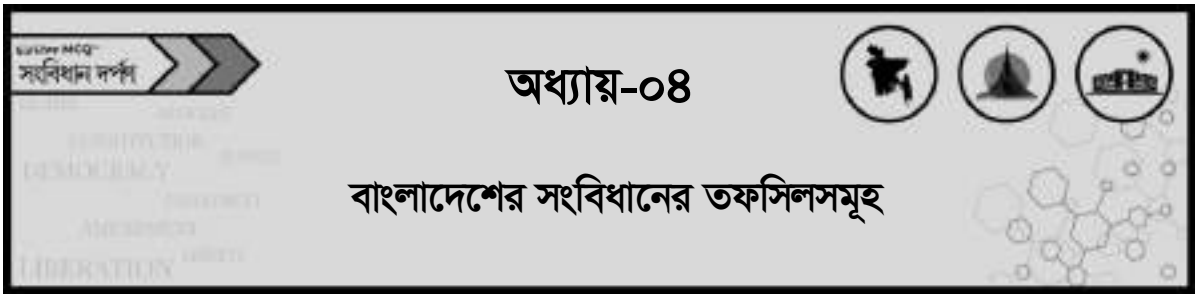

অধ্যায়-০৪

বাংলাদেশের সংবিধানের তফসিলসমূহ

১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে মোট ৪টি তফসিল ছিল। পরবর্তীতে ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আরো ৩টি তফসিল যুক্ত করা হয়। **বর্তমানে সংবিধানে মোট ৭টি তফসিল রয়েছে।**

তফসিল সমূহ	বিবরণ
প্রথম তফসিল	অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন
দ্বিতীয় তফসিল	রাষ্ট্রপতি-নির্বাচন
তৃতীয় তফসিল	শপথ ও ঘোষণা
চতুর্থ তফসিল	ক্রান্তিকাল ও অস্থায়ী বিধানমালা
পঞ্চম তফসিল	১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ
ষষ্ঠ তফসিল	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা
সপ্তম তফসিল	১০ এপ্রিল ১৯৭১ এর মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

প্রথম তফসিল : অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন

সংবিধানসহ অন্যান্য আইনের বিধানে যাই থাকুক না কেন, এই তফসিলে উল্লিখিত আইনগুলোর অধীনে গৃহীত ও সম্পাদিত কর্মকাণ্ড চালু থাকবে। অর্থাৎ এই আইনগুলো অনুসারে গৃহীত কোনো কর্মকাণ্ডকে অবৈধ ঘোষণা করা যাবে না। সময় ও তারিখ বিবেচনা করলে দেখা যাবে উল্লিখিত সবগুলো আইন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের আগে জারি করা হয়েছে।

আইনগুলো হলো–

- ✓ ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ জমিদারি দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন।
- ✓ ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ আদেশ।
- ✓ ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ।
- ✓ ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকার (কর্মবিভাগ সমূহ) আদেশ।
- ✓ ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আদেশ।
- ✓ ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (উদ্বাস্তু সম্পত্তি পুনরুদ্ধার) আদেশ। এবং এছাড়াও আর ও কিছু আদেশ ও নির্দেশনা রয়েছে যা বিভিন্ন সময় সরকার কর্তৃক জারি করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার (পঞ্চদশ সংশোধনী) আইন, ২০১১ এর ৫২ ধারার বলে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী আদেশ সন্নিবেশিত।

দ্বিতীয় তফসিল : রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

সংবিধান (চতুর্থ সংশোধনী) আইন, ১৯৭৫ এর ৩০ ধারা বলে দ্বিতীয় তফসিল বিলুপ্ত করা হয়েছে।

অধ্যায়-০৫

বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনী

সংবিধান সংশোধন প্রতিটি রাষ্ট্রেরই একটি অনিবার্য বিষয়। সময়ের প্রয়োজনে সংবিধানে সংশোধনী আনা হয়। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সংবিধান সংশোধন না করে কোনো উপায় থাকে না। বাংলাদেশের সংবিধান পরিবর্তনশীল, তবে তা দুষ্পরিবর্তনীয় প্রকৃতির। বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের প্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালে সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত গত ৫৪ বছরে মোট ১৭ বার সংশোধন করা হয়।

নিম্নে সংক্ষেপে সংবিধানের সংশোধনীসমূহ আলোচনা করা হলো–

প্রথম সংশোধনী

সংসদে উত্থাপন: ১২ জুলাই ১৯৭৩
উত্থাপনকারী: তৎকালীন আইনমন্ত্রী শ্রী মনোরঞ্জন ধর
সংসদে গৃহীত: ১৫ জুলাই ১৯৭৩
রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ: ১৭ জুলাই ১৯৭৩

সংবিধানের প্রথম সংশোধন আইন দ্বারা ১৯৭১ সালের 'গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনে অন্যান্য অপরাধ বিচার' নিশ্চিতকরণ করা হয়। এই সংশোধনীর দ্বারা সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদে একটি অতিরিক্ত দফা সংযুক্ত করা হয়, যা 'গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনে অন্যান্য অপরাধ'-এর দায়ে যে কোনো ব্যক্তির বিচার ও শাস্তি অনুমোদন করে এবং অনুচ্ছেদ **৪৭ক** সংযুক্ত করা হয়, যাতে সুনির্দিষ্ট করে বলা হয় যে, উপরে বর্ণিত অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে কতিপয় মৌলিক অধিকার প্রযোজ্য হবে না।

দ্বিতীয় সংশোধনী

সংসদে উত্থাপন: ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
উত্থাপনকারী: তৎকালীন আইনমন্ত্রী শ্রী মনোরঞ্জন ধর
সংসদে গৃহীত: ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ: ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩

সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধন আইন দ্বারা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বা বহিরাক্রমণে দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বাধাগ্রস্ত হলে **'জরুরি অবস্থা'** ঘোষণার বিধান চালু করা হয়। এছাড়াও নিবর্তনমূলক আটক ও জরুরি অবস্থার সময় মৌলিক অধিকার স্থগিতকরণ সংক্রান্ত বিধানসমূহ সংযোজন করা হয়।

এই সংশোধনী আইনের ফলে–

১. সংবিধানের ২৬, ৬৩, ৭২ ও ১৪২ নং অনুচ্ছেদ সংশোধিত হয়;
২. ৩৩ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হয়, এবং
৩. সংবিধানে একটি নতুন ভাগ, যথা ভাগ ৯ক সংযুক্ত হয়।

এই সংশোধনীর মাধ্যমে জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়।

অধ্যায়-০৬

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহ

২০২৪ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর রাষ্ট্রব্যবস্থা, নির্বাচন, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন ও সংবিধান সংস্কারের প্রশ্ন সামনে আসে। এই প্রেক্ষাপটে তৎকালীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিদ্যমান সংবিধান পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সংস্কার সুপারিশ প্রণয়নের জন্য সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করে।

২০২৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস কয়েকটি সংস্কার কমিশন গঠনের ঘোষণা দেন। পরে ২০২৪ সালের ৬ অক্টোবর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রজ্ঞাপন জারি করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক আলী রীয়াজকে প্রধান করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশনের দায়িত্ব ছিল অংশীজনদের মতামত বিবেচনা করে ৯০ দিনের মধ্যে সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

কমিশনের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, ইমরান সিদ্দিক, অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, ড. শরীফ ভূঁইয়া, এম মঈন আলম ফিরোজী, ফিরোজ আহমেদ, মো. মুসতাইন বিল্লাহ এবং শিক্ষার্থী প্রতিনিধি। কমিশনের সুপারিশে রাষ্ট্রের মূলনীতি, নাগরিক পরিচয়, মৌলিক অধিকার, আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, সাংবিধানিক কমিশন ও অন্তর্বর্তী সরকারসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়। কমিশন ২০২৫ সালের ১৫ জানুয়ারি তৎকালীন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে চূড়ান্ত প্রস্তাব প্রতিবেদন আকারে জমা দেয়।

বাংলাদেশের সংবিধান সংস্কার প্রক্রিয়ায় সংবিধান সংস্কার কমিশন রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক কাঠামো, ক্ষমতার ভারসাম্য, নাগরিক অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং স্থানীয় সরকারের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ প্রস্তাব করেছে। প্রস্তাবগুলোর মূল লক্ষ্য হলো– রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণ কমানো, প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করা, মৌলিক অধিকারকে অধিকতর কার্যকর করা এবং নাগরিক অংশগ্রহণভিত্তিক একটি জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা।

সংস্কার প্রস্তাবের প্রধান লক্ষ্য

সংবিধান সংস্কার প্রস্তাবে সাতটি প্রধান বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এগুলো হলো–

১. ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের মহান আদর্শ এবং ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে সংবিধান ও রাষ্ট্রের মূলনীতি পুনর্নির্ধারণ;
২. ক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা;
৩. প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র ক্ষমতা হ্রাস;
৪. অন্তর্বর্তী সরকার কাঠামো সুস্পষ্ট করা;
৫. বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ;
৬. শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
৭. মৌলিক অধিকারের আওতা সম্প্রসারণ, সাংবিধানিক সুরক্ষা এবং বলবৎযোগ্যতা নিশ্চিত করা।

প্রস্তাবনা পুনর্লিখনের সুপারিশ

কমিশন সংবিধানের বিদ্যমান প্রস্তাবনা নতুনভাবে লেখার সুপারিশ করেছে। নতুন প্রস্তাবনায় বাংলাদেশের জনগণের ঐতিহাসিক সংগ্রাম, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

প্রস্তাবনায় রাষ্ট্রের মূল আদর্শ হিসেবে **সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ ও গণতন্ত্র** গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে সংবিধানের নৈতিক ভিত্তি হিসেবে নাগরিক অধিকার, জবাবদিহিতা, সামাজিক ন্যায় এবং বহুত্ববাদী রাষ্ট্রচিন্তাকে সামনে আনার প্রস্তাব করা হয়েছে।

অধ্যায়-০৭

বিশ্বের কয়েকটি রাষ্ট্রের সংবিধান: সংক্ষিপ্ত আলোচনা

ভারতের সংবিধান

ভারতের সংবিধান ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। এতে সরকারের গঠন, কার্যপদ্ধতি, ক্ষমতা ও কর্তব্য; নাগরিকের মৌলিক অধিকার; রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি এবং নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ভারতের মৌলিক রাজনৈতিক আদর্শ, শাসনব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র-নাগরিক সম্পর্কের সাংবিধানিক ভিত্তি নির্ধারিত হয়েছে।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর প্রায় ২ বছর ১১ মাস ১৮ দিন ধরে সংবিধান প্রণয়নের কাজ চলে। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতের গণপরিষদ সংবিধান গ্রহণ করে। এই দিনটি ভারতে সংবিধান দিবস হিসেবে পালিত হয়। এরপর গণপরিষদের শেষ অধিবেশনে ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি ২৮৪ জন সদস্য সংবিধানের দুইটি হস্তলিখিত কপিতে (হিন্দি ও ইংরেজি) স্বাক্ষর করেন। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি, ভারতের সংবিধান কার্যকর হয়। এ দিনটি ভারতে প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে পালিত হয়।

ভারতের সংবিধান বিশ্বের সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ লিখিত সংবিধান হিসেবে পরিচিত। গৃহীত হওয়ার সময় এতে ২২টি ভাগ, ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ এবং ৮টি তফসিল ছিল। বর্তমানে এতে ২২টি ভাগ ও ১২টি তফসিল রয়েছে। ভারতের সংবিধান ইংরেজি সংস্করণে প্রায় ১,৪৫,০০০ শব্দের একটি বিস্তৃত দলিল হিসেবে পরিচিত।

ভারতের সংবিধান এখন পর্যন্ত ১০৬ বার সংশোধিত হয়েছে। সর্বশেষ সংশোধনী হলো ১০৬তম সংবিধান সংশোধনী আইন, ২০২৩, যা নারীদের জন্য লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় আসন সংরক্ষণ সংক্রান্ত।

দেশের সর্বোচ্চ আইন হওয়ায় ভারত সরকার প্রণীত প্রতিটি আইনকে সংবিধানসম্মত হতে হয়। ভারতের সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদে জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। ফলে জম্মু ও কাশ্মীরের নিজস্ব সংবিধান এবং প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা ছিল। ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট ভারত সরকার জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা কার্যত প্রত্যাহার করে এবং পরবর্তীতে অঞ্চলটিকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পুনর্গঠন করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান দেশটির জাতীয় সরকার ব্যবস্থা, মৌলিক আইন এবং নাগরিকদের অধিকার রক্ষার সাংবিধানিক ভিত্তি নির্ধারণ করে। এটি বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো এবং এখনও কার্যকর লিখিত জাতীয় সংবিধান হিসেবে পরিচিত। আকারের দিক থেকেও এটি বিশ্বের অন্যতম সংক্ষিপ্ত লিখিত সংবিধান।

১৭৭৬ সালে স্বাধীনতা ঘোষণার পর যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে Articles of Confederation-এর অধীনে পরিচালিত হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতা ও অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে একটি শক্তিশালী জাতীয় সংবিধানের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রেক্ষাপটে ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়ার Independence Hall-এ Constitutional Convention অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনটি জর্জ ওয়াশিংটনের সভাপতিত্বে ১৭৮৭ সালের মে মাসে শুরু হয় এবং ১৭ সেপ্টেম্বর ১৭৮৭ সংবিধান স্বাক্ষরিত হয়। সংবিধান প্রণয়নে জেমস ম্যাডিসন, আলেকজান্ডার হ্যামিলটন, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, জর্জ ম্যাসন, জেমস উইলসন, গভর্নর মরিস প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

১৭৮৮ সালে প্রয়োজনীয় ৯টি অঙ্গরাজ্যের অনুমোদন লাভের পর যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান কার্যকর হওয়ার পথ তৈরি হয়। ১৭৮৯ সাল থেকে নতুন সংবিধানের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকার কার্যক্রম শুরু করে। সংবিধানের শুরুতে একটি প্রস্তাবনা রয়েছে, যার বিখ্যাত সূচনা শব্দ হলো "We the People"। মূল সংবিধান মোট ৭টি Article বা অনুচ্ছেদ নিয়ে গঠিত।

সংবিধান সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১. 'বার বিধি' (The Twelve Tables) কী?
উত্তর : রোমান আইন ভিত্তি।

২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান দিবস কত তারিখ?
উত্তর : ৪ নভেম্বর।

৩. বাংলাদেশের সংবিধানের ব্যাখ্যাকারক–
উত্তর : সুপ্রীম কোর্ট।

৪. বাংলাদেশের সংবিধানে কতটি অনুচ্ছেদ উল্লেখ আছে?
উত্তর : ১৫৩টি।

৫. বাংলাদেশের সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য কে?
উত্তর : বেগম রাজিয়া বানু।

৬. গণপ্রজাত্রী বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ আইন কোনটি?
উত্তর : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

৭. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হওয়ার বাংলা সন ও তারিখ কোনটি?
উত্তর : ১৮ কার্তিক ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ।

৮. বাংলাদেশের সংবিধান হাতে লেখার দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত ছিল?
উত্তর : এ.কে.এম আব্দুর রউফ।

৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের খসড়া সর্বপ্রথম গণপরিষদে ১৯৭২ সালের কোন তারিখে উত্থাপিত হয়?
উত্তর : ১২ অক্টোবর।

১০. বাংলাদেশের সংবিধান কতটি ভাষায় রচিত?
উত্তর : ২টি।

১১. বাংলাদেশের সংবিধান সর্বপ্রথম কোন তারিখে গণপরিষদে উত্থাপিত হয়?
উত্তর : ১২ অক্টোবর, ১৯৭২।

১২. বাংলাদেশের হস্তলিখিত সংবিধানে মোট কতজন স্বাক্ষর করেন?
উত্তর : ৩৯৯ জন।

১৩. গণপরিষদে বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয় কত তারিখে?
উত্তর : ৪ নভেম্বর, ১৯৭২।

১৪. বাংলাদেশের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন কত তারিখে শুরু হয়?
উত্তর : ১০ই এপ্রিল ১৯৭২।

১৫. বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা কতজন ছিল?
উত্তর : ৩৪ জন।

১৬. বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদের গৃহীত হয় ১৯৭২ সালের–
উত্তর : ৪ নভেম্বর।

১৭. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কত তারিখে কার্যকর/প্রবর্তিত হয়?
উত্তর : ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর।

১৮. কোন আইনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের প্রচলিত আইনগুলো বাংলাদেশে প্রযোজ্য হবে মর্মে বিধান করা হয়?
উত্তর : The Laws Continuance Enforcement Order, 1971

১৯. ১৯৭১ সালের কত তারিখ থেকে Laws Continuance Enforcement Order কার্যকর হয়েছে?
উত্তর : ২৬ মার্চ।

২০. বাংলাদেশের সংবিধানে কয়টি ভাগ আছে?
উত্তর : ১১টি।

২১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হবে বাঙালি জাতির–
উত্তর : ঐক্য ও সংহতি।

২২. ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের খসড়া গৃহীত হয়–
উত্তর : গণপরিষদে।

২৩. ১৯৭১ সনের কোন তারিখে The Proclamation of Independece জারী করা হয়?
উত্তর : ১০ এপ্রিল।

২৪. "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা" বাংলাদেশের সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে?
উত্তর : ৩নং অনুচ্ছেদ।

২৫. বাংলাদেশ গণপরিষদে প্রথম স্পীকার কে ছিলেন?
উত্তর : শাহ আব্দুল হামিদ।

২৬. "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা" বাংলাদেশের সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে?
উত্তর : অনুচ্ছেদ-৩।

২৭. কোন অনুচ্ছেদ বলে বাংলাদেশের সংবিধান মৌলিক বিধান মৌলিক পরিবর্তন যোগ্য নয়?
উত্তর : অনুচ্ছেদ ৭(খ)।

২৮. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবেন?
উত্তর : অনুচ্ছেদ ৬নং(২)।

২৯. বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি–
উত্তর : ৪টি।